R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 94 4637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০৫ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই ভাদ্র ১৪২০
২৮শে আগষ্ট, ২০১৩
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

পদ্মার জলোচ্ছ্বাসে বহু গ্রাম প্লাবিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পদ্মা নদীর জলোচ্ছ্বাসে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বাঁধের পূর্ব ধারের কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত জলের তলায় চলে গেছে। সেখালীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর, শিমলতলা, বিনপাড়া, কাঁটাখালি গ্রামে এখন এক বুক জল। বহু পরিবার ছাদে আশ্রয় নিয়েছেন। বড়শিমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতসুন্দর, বাহুর গ্রামও জলের তলায়। বাহুরা বি.এস.এফ ক্যাম্প ৪২ নং বাহুরা প্রাথঃ বিদ্যালয়ে উঠে এলেও সেখানে জল ঢুকে গেছে। সম্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিপদতারিণীতলা, ডিহিপাড়ার বহু মানুষ ৭২ নং দোনালিয়া প্রাথঃ বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এই সব জলভাসি পরিবারগুলো সরকারী কোন ত্রাণ এখনও পাননি। ডেপুটেন্ট বিডিও সেখালীপুর অঞ্চল ঘুরে গেছেন। এলাকার ফ্লাড সেন্টারগুলো জলে ডুবে গেছে।

কলেজে পঠন-পাঠন চলছে এখনও পার্ট টাইম শিক্ষক দিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের প্রাক্তন সাংসদ প্রণব মুখার্জীর বাবার নামে সাগরদীঘি কলেজের নামকরণ "কামোদাকিঙ্কর স্মৃতি মহাবিদ্যালয়" সরকারী স্বীকৃতি পেল। প্রণববাবু ২০০৮ সালে এই কলেজের সূচনা করেন। এলাকার প্রায় ২৫০০ ছাত্রছাত্রী এখানে পঠন-পাঠন করছেন। বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাসে অনার্স চালু আছে। বিজ্ঞান বিভাগের ঘর তৈরীও শেষের দিকে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ঘর তৈরীতে প্রথম দফায় ৪৫ ও পরে ১৬ লক্ষ টাকা দেয়। কলেজ চত্বরে মাইনোরিটি ছাত্রীদের জন্য ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পিডাবলুডি–র তত্বাবধানে গার্লস হোষ্টেলও তৈরী হচ্ছে। এর জন্য প্রথম দফায় ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায় পার্ট টাইম ১৫ জন শিক্ষক নিয়ে এই সংস্থা চলছে দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে। এক সাক্ষাতকারে এ তথ্য দেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ী।

মোবাইলে ব্লু ফিল্ম, নোংরা ম্যাসেজ বন্ধে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর বা তার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাগুলোতে মোবাইলে ব্লু ফিল্ম, নোংরা ম্যাসেজ পাঠানো বা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ভয় দেখানো ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এলাকা কলুষিত হচ্ছে। তার প্রেক্ষিতে স্থানীয় থানার আই.সি মোবাইল ও ক্যাশ কার্ড বিক্রেতাদের নিয়ে তার চেম্বারে এক সভা করেন গত সপ্তাহে। কিভাবে এই দূষণ বন্ধ করা যায় তা নিয়ে ঐ সব ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করেন বলে খবর।

বাসের অভাবে মানুষের দুর্গতি বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের বহুতালী অঞ্চল ও আশপাশ এলাকার মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে তৈরী হয় কানুপুর-বহুতালী ১৭ কিলোমিটার পিচ রাস্তা। ঐ রাস্তায় রাজ্য পরিবহণ সংস্থা স্টেট বাস চালু করে। বহরমপুর – বহুতালী রুটে নিয়মিত বাস চলতে থাকে। যাত্রী চাপ দেখে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বাসও চালু হয় ঐ রুটে। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর চলাচলের পর হঠাৎ স্টেট বাসটি বন্ধ হয়ে যায়। বহরমপুর-বহুতালী রুটে "গালিব পরিবহন" নামে একটি বাস নিয়মিত চালু থাকার পর ওটাও বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে (শেষ পাতায়)

তৃণমূলের ভারী দায়িত্ব পেতে তৎপর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মহঃ ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস তৃণমূল কংগ্রেসে একটা দায়িত্বশীল পদে যাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। জঙ্গিপুর তথা জেলা তৃণমূলের প্রধান নেতা মহঃ সেখ ফুরকানের দূর্বল সাংগঠনিক ক্ষমতায় তিতিবিরক্ত কাশিয়াডাঙ্গা, বরশিমূল, তেঘরী, সেকেন্দরা ইত্যাদি অঞ্চলের তৃণমূল সমর্থকরা ইমাজুদ্দিনের বাড়ীতে এক দফা বৈঠকও করেন। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে প্রাধান্য বাড়াতে মহঃ ইমাজুদ্দিন রাজ্য নেতা মুকুল রায় ও সুব্রত মুখার্জীর সাথে কোলকাতায় সরাসরি কথা বলেন বলে জানা যায়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ভাদ্র বুধবার, ১৪২০

মনুষ্যত্ব ডুবিলে সমাজও ডুবিবে

সম্প্রতি কয়েকমাস যাবৎ সংবাদপত্র, দূরদর্শন, বেতার প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমে প্রতিদিন ধর্ষণ, শ্লিলতাহানি, হত্যা সংবাদ শিরোনামে। স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগিতেছে যে মনুষ্যত্ব কি অবলুপ্তির পথে ? কেন এরূপ অবস্থার সৃষ্ট হইতেছে তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে মানুষ তাহার মানবিক ধর্মকে বিসর্জন দিয়া পশুধর্মের দিকে ক্রমশঃ আগুয়ান হইতেছে। মনুষ্যত্ব কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় মানবিক ধর্মই মনুষ্যত্ব। ধর্ম শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ সাধারণভাবে Religion. কিন্তু প্রকৃত অর্থে ধর্ম হইতেছে ধারণকর্ত্তা। পৃথিবীর সকল বস্তুকে যাহা ধারণ করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম। মানুষকে, মানুষের সমাজকে যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহা মনুষ্যত্ব। তাই মানবিক ধর্মই হইল মনুষ্যত্ব। মানুষ মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ধীরে ধীরে সামাজিক আচার আচরণের মধ্য দিয়া তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ জাগরিত হয়। এই মনুষ্যত্ব বোধই মানব সমাজকে ধারণ করিয়া রাখে। সকল মানুষের, এমন কি পারিপার্শ্বিক জীবের উপর ভালবাসা বা প্রেমই মানবতা বা মনুষ্যত্বের লক্ষণ। বর্তমানে কিন্তু আমাদের নেতারা, অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের মন হইতে প্রেম ভালবাসা দূর করিয়া শুধু মাত্র দলীয় মতবাদের প্রতি অবিমিশ্র বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। সেই কারণেই আমরা হারাইয়া বসিয়াছি অন্যমতের মানুষের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। হারাইয়াছি সৌজন্যবোধ, সহনশীলতা। এমন কি শিষ্টাচারবোধও। মানবসমাজ গঠনে আদি মহান পুরুষদের শিক্ষা যাহা ভারতে বেদবাণী বলিয়া উল্লিখিত, তাহাও আর মান্য করি না। বেদের শিক্ষা – 'সত্যংবদ, ধর্মংচর', সত্য বল, ধর্ম পথে চল, সত্য থেকে কখনোও বিচ্যুত হইও না, এইসব বাক্য ভুলিয়া নিজদিগকে মনুষ্যত্ব লাভের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া পশুতে পরিণত করিয়াছি। তাই সমাজ গঠনে, সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিয়া মনুষ্যত্বের উন্নয়ন রুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। ভুলিয়া গিয়াছি শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন 'অমৃত'। এই পৃথিবীতে অমৃত ছড়াইয়া আছে। তাহা আহরণ করাই মানবিক কর্ত্তব্য। আমাদের আদি ঋষিগণ বলিয়াছেন – মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে মধু রহিয়াছে – মধুরং পার্থিবংরজঃ। এই অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হইতে না পারিলে, সকল মানবকে ভালবাসিতে না পারিলে, প্রেমের বন্ধনে শত্রু-মিত্র সকলকে আবদ্ধ করিতে না পারিলে মনুষ্যত্ব অর্জিত হইবে না। আর মনুষ্যত্ব অবলুপ্ত হইলে মানব সমাজ হইতে এই সকল পশুভাব দূর হইবে না। পৃথিবী অমৃতময় না হইয়া পঙ্কিল নরকে হাবুডুবু খাইতে থাকিবে।

বিশ শতকের বিশ কথা

আবদুর রাকিব

১৯৩০-এর লবন আইন অমান্য আন্দোলনের পর, ১৯৩৫-এ ভারতের সীমাবদ্ধ শাসনকাঠামো। আর ১৯৩৭-এ নির্বাচন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন জওহরলাল নেহেরু। নেহেরু তথা কংগ্রেস বলছেন, মুসলিম লীগ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিমুলক প্রতিষ্ঠান নয়। আবার জিন্নাহ তথা মুসলীম লীগের বক্তব্য হল, কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান।

১৯৩৭-এর নির্বাচনের ফলাফলে কিন্তু বোঝা গেল লীগ যথার্থই মুসলিম জনগণের প্রতিনিধি। উত্তর প্রদেশে ৯টি মুসলিম-আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস সবকটিতেই হেরে যায়। অথচ অধিকাংশ হিন্দু আসনে জয়লাভ করে। আসলে বরাবর ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বললেও ১৯৩৬-এ এ আই সি সি-র ১৪৩ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম ছিলেন মাত্র ৬ জন। ৩ জন সীমান্ত গান্ধী বাদশা খানের, ১ জন বিহারের, ১ জন উত্তর প্রদেশের, আর ৬ষ্ঠ জন হলেন মাওলানা আজাদ। ১৪৬-এর মধ্যে ৬। অতএব মুসলিম লীগ ছেড়ে কথা কইবে কেন ? বিশেষ করে কায়েদে আজম জিন্নাহ ? অপর দিকে রয়েছেন জওহরলাল নেহেরু। তিনিই বা কম যান কিসে !

অতএব শুরু হয়ে গেল দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের লড়াই। নেহেরু-জিন্নাহর চাপান-উতোর। নেহেরু বললেন, যতই উদার চেহারা নিয়ে দেখা দিক না কেন, আমরা কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করতে যাব না। বললেন, দেশে মাত্র দুটি শক্তি বর্তমান ঃ কংগ্রেস ও সরকার। জিন্নাহর জবাব ঃ তৃতীয় পক্ষও এ দেশে আছে। আর তা হল মুসলমান। আমরা কোন দলের তল্পিবাহক হব না। সমান অংশীদার হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত। জিন্নাহ মানসিকতাকে নেহেরু বললেন মধ্যযুগীয় সেকেলে। মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্যের চেয়ে মুসলিম জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অধিকতর বেশি। জিন্নাহর উত্তর ঃ জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু ভাগ্যসন্ধানী ও সব কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত মানুষ নিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার তকমা-আঁটায় লীগ আস্থা রাখে না। নেহেরু বললেন, কংগ্রেসে এমন মুসলমান আছে যাঁরা হাজার জিন্নাহর প্রেরণাস্থল। জিন্নাহ জওহরলালকে বললেন পিটার প্যান, ডিক্টেটর ইত্যাদি।

জওহরলাল ধনীর দুলাল। জিন্নাহও বিত্তশালী। জওহরলাল বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অহমিকার অধিকারী। জিন্নাহও তাই পরাজয় স্বীকারে পরাঙ্মুখ। চূড়ান্ত উদাসী নেতার পরাজয়কেও তিনি বিজয়ে পরিণত করবেন। তার ওপর পিতা মতিলালের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন বলে পুত্র জওহরলালের সঙ্গে একাসনে বসতে তাঁর প্রবল আপত্তি। সুতরাং লড়াইটা কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের নয়, নেহেরুর সঙ্গে জিন্নাহর। দুই রথীর দ্বৈরথ।

(শেষ পাতায়)

পদধ্বনি

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

ওরা আসছে। সত্তর দশকের তীব্র যুগযন্ত্রণা আরো তীব্র হয়েছে। আমরা আমাদের শাসক, রক্ষক, রাষ্ট্রনেতা, পিতা পতি – যত সব আছি দেশকে লুঠে ছিবড়ে করে দিয়েছি। পাশে অসংখ্য শীর্ণদেহী, কোটর চক্ষু অর্ধ উলঙ্গ প্রতিবেশীদের ফাঁকা এ্যালুমিনিয়াম থালিটার দিকে তাকিয়েও দেখিনি। তাই ওরা আসছে। বোঝা যাবে না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এভাবেই হয়। সত্তর দশকের এইসব আগুন খেকোরা অনেক সময় ফালতু কারণেই খুন করেছিল। এবার এরা অনেক সংযত, সংহত। হিসেব করে যাকে মারার মারছে, ছেড়ে দেবার দিচ্ছে। আসুন, বলির পাঁঠা হবো নাকি মায়ের সন্তান হবো ঠিক করে নিই এইবেলা।

ওদের আসাটা জরুরী কিনা, অনিবার্য্য কিনা তা বিতর্কিত। কিন্তু আসাটা যুগের দাবী মেনেই এবং আমরাই ডেকে আনছি। ভারতের যেসব জায়গায় মানুষ আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা, কাজ না পেয়ে মরে যায় আর যেসব জায়গায় লুটেরার দল ব্যাপক লুটে ব্যস্ত, জঙ্গল ঘিরে তাদের লটবহর নিয়ে যাবার রাস্তাটুকু বানিয়েছে কিন্তু সেইসব প্রত্যন্ত পাহাড়ী বা জঙ্গলমহলের অধিবাসীদের কথা ভাবেনি। এরা রোজ বাঘের আর সাপের সঙ্গে, রোগভোগের সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শেষ হয়। যখনই ঘোলা চোখ তুলে তাকিয়ে নিজের দেশের একদল মানুষের সীমাহীন বৈভবের আর চুরির ছড়াছড়ি দেখেছে তাদের হৃদয়ের মাঝে জ্বলেছে, সব্যসাচীর আগুন ধক্ ধক্ করে। ভারতের মধ্যপ্রদেশ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে, বাংলা থেকে বিহার, উড়িষ্যা সর্বত্র জঙ্গলের সবুজ আর মাটির নিচের প্রচুর খনিজ পদার্থ এইসব 'সভ্যরা' কর্পোরেট সংস্থাকে লুট করতে দিয়ে কাটমানি খাচ্ছে। তার ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ আদিবাসী, বনবাসী, গিরিবাসীদের জন্যে দেশ নেতারা কখনো ব্যয় করলো না বলেই আজ সংঘাত। এ যেন বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে। ধর্ষকই ধর্ষণের জন্যে দায়ী – এটা বোঝানো হচ্ছে। সংজ্ঞাটা আমরা মানি, ওরা মানেনা। ওরা বলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য ভোগবাদী অপসংস্কৃতির প্রচার, মিডিয়া থেকে বিজ্ঞানী অথবা খাদ্যে, ওষুধে ভেজাল, সীমান্তে সৈন্য বাহিনীর আদর্শে ভেজাল ধর্ষক তৈরীর কারখানা। সব মিলিয়ে শাসকরাই চায়ছে মানুষ ধর্ষণ, নারী-সুরা নিয়ে মেতে থাকুক। পর্ণগ্রাফী আজ পাঁচটা পসরার মধ্যে একটা। মাতৃজাতিরা আজ 'মাল'। তাদেরকেও খুব মাতাচ্ছে একদল। নারী স্বাধীনতা কেবল পোশাকে আর যৌনতায়। এরকম ভাবানো হচ্ছে। প্রচুর ভোগ সামগ্রী কিছু লোকের হাতে। তাই তারই বাইপ্রোডাক্ট ঐসব বোকা নিষ্ঠুর ধর্ষকরা। যারা সংযত করতে পারছে না নিজেকে। এরা সমাজের ও রাষ্ট্রের ইচ্ছাকৃত ভুলের ফসল। এক একটা রাজ্য সরকার মাসে

(পরের পাতায়)

"সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মা ! আমাদের যে কিছুই নাই। সকল দিকেই অভাব, সকল বস্তুরই অনটন।

আমরা অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত, জলাভাবে তৃষ্ণার্ত, বস্ত্রাভাবে শীতার্ত, চিকিৎসাভাবে রোগার্ত, বলাভাবে ভয়ার্ত, অর্থাভাবে বিপন্ন, দুর্ভাবনায় অবসন্ন। তাই মা তোমাকে জানাইতেছি আমাদের অভাব অভিযোগের অবধি নাই। আমাদের সবই চাই। বরাভয়দাত্রি ! তোমার বরে আমাদের সকল সাধ পূর্ণ হউক ; আমাদের শঙ্কা দূর হউক।

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু ;
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য,
চাই আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।"

আমাদের ক্রমাগত ও কেবল দেহি দেহি রব মাত্র সম্বল। অন্ন, জল, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ সবই দিতে হইবে। তবে মা, আমাদের প্রার্থিত অন্ন দাসত্বের নিবীর্য্য অন্ন নয় ; প্রবঞ্চনা প্রতারণার কদর্য্যান্ন নয় ; ভিক্ষালব্ধ মৃতান্ন নয়। আমরা চাই সদুপায়ের শুদ্ধান্ন ; স্বাবলম্বনের অমৃতভোগ ; "মাথার ঘাম পায়ে ফেলার" মোটা ভাত, মোটা কাপড়। সেই অন্ন, যাহা স্বাস্থ্য ও আনন্দজ্জ্বল পরমায়ুর নিঃসংশয়িত নিদান।

প্রাণ চাই ; যে প্রাণ পরের দুঃখে সমবেদনা, পরের সুখে সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না। চিত্তের কৃপণতায় সদা আচ্ছন্ন প্রাণ নয়। যে প্রাণ সদনুষ্ঠানের সহায়তায় ও সহকারিত্বে বিমুখ হয় না।

তাহার পর বল ও স্বাস্থ্য। নির্য্যাতন নিপীড়নের সামর্থ্য নয় ; – কর্তব্য সাধনের সংযত সমাহিত শক্তি। সুস্থ মন সুস্থ দেহ – এ আর ইহজগতে কাহার কাম্য বা ঈপ্সিত নয় ?

এখন আনন্দের কথা ; যে আনন্দ জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া দিবে। সে আনন্দের স্বাদ কিসে পাওয়া যায় ? সেই আনন্দ চাই যাহার অস্তিত্ব কঠোর জীবন-সংগ্রামে, কর্তব্য কর্মের সম্পাদনে ; জীবন সমস্যার সমাধানে ; উদ্দেশ্য সিদ্ধির কষ্টভোগে।

ত্যাগের আনন্দ – সম্ভোগের তৃপ্তি নয়। কর্মনিষ্ঠার আনন্দ – আলস্য অবসাদের জড়তা নয়। সেবাপরায়ণতার নির্মল অনুভূতি – স্বার্থসিদ্ধির উল্লাস নয়। আত্মনির্ভরশীলতার পুরুষত্ব – পরবশতার নিশ্চেষ্টতা নয়।

স্বাধীন অন্নের, অক্ষুন্ন চিত্তের, অটুট স্বাস্থ্যের, আত্মশুদ্ধির, আত্মসংযমের, আত্মমর্য্যাদাবুদ্ধির আনন্দ ; – মনুষ্যত্ব বিকাশনের নিবিড় নিষ্কলঙ্ক আনন্দ।

উত্থান পতনের, আলো ছায়ার, হর্ষ বিষাদের, শ্রম বিশ্রামের আনন্দ। সুরেশ্বরি ! মা আমাকে এই আনন্দের অধিকারী কর ; এই আনন্দ মন্দিরে প্রবেশের আগমনমন্ত্রে দীক্ষা দাও, নির্গম আমি চাই না।

প্রকাশকাল : ১৩০৭

পদধ্বনি.....(২য় পাতার পর)

শুধু মদ থেকেই রাজস্ব পায় কয়েক শো কোটি। মানুষ মদে ডুবে থাকলেই রাষ্ট্রের লাভ। সততার বুলি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নজরুল, মার্কস, গাঁধী, লেনিন, মাও সব মাইকে বক্তৃতার সময়। ফলিত ক্ষেত্রে এঁদের বুলি রূপায়িত করতে গেলে ফায়দা ক্যা ? তাই যারা জঙ্গলের, পাহাড়ের অফুরান সম্পদ লুট করে নিয়ে যেতে দিতে বাধা দিচ্ছে তারাই দেশের শত্রু, ওরা মাওবাদী, মারো এদের। ঠান্ডা ঘরে জেড প্ল্যাশ ক্যাটাগরির রক্ষী, সোনার থালায় বাসমতী চালের ভাত, চিতল মাছের মুইঠ্যা, চিকেন সুপ, পনির মশালা, দই, মিষ্টি দিয়ে কিছু লোকের নিত্যদিনের খানাপিনা হয়। নারী আর সুরা এদের নিত্য নতুনে ভরিয়ে রেখেছে। পুত্র, কন্যা ভাইভাগ্নেরা ভিখিরি থেকে হাজার কোটির মালিক হয়ে গেল। আর তাঁরা বনবাসী, স্বজনহারা নিজভূমে পরবাসী, অনাহারে নিশিযাপন আর প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রের মাইনে বরা প্রহরীদের বিরুদ্ধে কোন আদর্শের জ্বালায় লড়ে চলেছে তার খোঁজ কে রাখে ? অর্ধনগ্ন আদিবাসীদের ঘাড়ে পা দিয়ে যিনি ভোটে মাত্র তিনটি জেলা থেকে চরম দুঃসময়ে এক ডজন সাংসদ নিয়ে দিল্লী গেলেন, তিনিও আজ কি জঘন্যভাবে কিষেণজীর পর্বটার ইতি টানলেন ! যে কিষেণজী চেয়েছিলেন ঐ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হোক। হায়রে ইতিহাস ! সেদিন কিষেণজী ঐ জিরো রেঞ্জে কার ডাকে এসেছিলেন এ প্রশ্ন উঠেছে। আমরা এতই যদি নিরামিশী তাহলে এত লুঠ, এত ধর্ষণ, এত খুন কেন ? এগুলো তো সন্ত্রাসবাদীরা করে না। হাসপাতালের ডাক্তার ৮০ হাজারী বেতনে চাকরী করে চেম্বারে সদাস্নেহময় আর হাসপাতালে জল্লাদ। শিক্ষক তিনবেলা টিউশনী করে স্কুলে গিয়ে কিছু রাজনীতি, কিছু নোট দিয়ে ঘুম। সরকারী কর্মচারী টেবিলের নিচের খস্‌খস্ ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। থানায় চোর ডাকাত ছাড়া সম্মান পাওয়া যায় না। চিকিৎসা, খাদ্য বস্ত্র, আশ্রয়, সমবেদনা কিছুই নেই স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরেও। সেই 'নেই সমাজ' তো মাওবাদীরা শাসন করেনা, তারা তো ঐ সব দানবীয় রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে। তাহলে আমরা যারা ঐ অপশাসনের শোষণের, সন্ত্রাসের অবসান চাইছি তারা সবাই মাওবাদী ? অত্যাচার সহ্য না হলেই সন্ত্রাসবাদী ? বুদ্ধ বা মমতার ভাষা কি ভিন্ন ? না তো ! তাই বেইমান, নির্লজ্জ শাসকদেরকে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে ১ লক্ষ হাজার কোটি টাকা স্যুইস ব্যাঙ্ক থেকে সড়িয়ে দেবার লম্বা সুযোগ দিয়ে তা মাত্র ৭ হাজার কোটিতে এনে কে আজ দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকার পেলেন ? বিদেশের কে না কে আজ কেন ভারতের ভাগ্যবিধাত্রী ? কর্পোরেট সংস্থার কাছে অনন্তকাল থেকে কেন ৬৫ হাজার কোটি টাকা সরকারের ঘরে ঋণ ! কেন ঐসব সংস্থার কেউ কেউ টাকার বস্তা নিয়ে জঙ্গিপুরের গ্রামে গ্রামে ঘেউ ঘেউ করে ঘুরে ভোট কিনেছিল ? ভাবতে হবে দেশের সংহতি, সম্প্রীতি শেষ করে জাতপাতের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বনাশা খেলাটার পেছনে রাষ্ট্রে ঘোষিত শত্রুদের মদত দেবার আত্মহনন রাজনীতির পরিণামের কথা। ফি বছর ভুল-চিকিৎসায় অনাহারে হাজার হাজার অপমৃত্যুর কথা। বিচারের নামে ভারতের জেলে অকারণ হাজার হাজার বন্দীর কথা।

তা যদি না ভাবি, মহাকালের পদধ্বনি যদি না শুনি, দেওয়ালের লিখন যদি না পড়ি তাহলে কুকুরের মতো মরতে হবে একদিন। সমাগত বিপ্লব কাউকে ছাড়বে না। কী হবে অগ্নিবীণা, পথের দাবী পড়ে ? কি করলো এত মহাপুরুষের বাণী ? নাটক, সিনেমা, যাত্রায় হাততালি দিয়েছি নায়কের লড়াইকে বাহবা দিতে। লুটেরা, ধর্ষক ভিলেনের পক্ষে নয়। সমাজে নিজে কি করছি ? আয়নার সামনে চোখ খুলে সাহস নিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিত্যদিনের আমার চলা, বলা কথা, কাজ, কোন দলে ? মাওবাদীদের মত আপোষহীন নাকি ফাওবাদীদের ধান্দাবাজী ? পরিণতিটা অন্যভাবে হোক। আমরা এমন চেতনা জাগানো – ঘুম ভাঙ্গানোর দুঃখ জাগানীয়া গান গাইবো যাতে মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে। প্রতিরোধ করে। প্রয়োজনে প্রতিশোধ নেয়। সেটা মাওবাদীদের মত ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে, নাকি সমাজে থেকে তার পরিবর্তনের জন্যে লড়াই, তা ঠিক করতে হবে ঠান্ডা মাথায়। মাওবাদীদের মতো কষ্ট স্বীকার, আত্মত্যাগে যে আমরা অক্ষম। মরছে ওরা, মরছে বাহিনীর নির্দোষ জওয়ান। রাবণ, তাড়কারা একটাও মরে না। সবে মিলে মার টান রাজা হবে খান খান।

✹ আসল গ্রহরত্ন ✹ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলী ✹ মনের মতো স্বর্ণালঙ্কার

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ ✦ হরিদাসনগর ✦ কোর্টমোড় ✦ মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৮০০৮৮৯০৮৮

"স্বর্ণকমল স্বর্ণসঞ্চয় প্রকল্প"–এর মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার সঞ্চয় করে নিন। বিশদ জানতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

E-Mail : nilratan.msd@gmail.com.
: nilratan.nath@yahoo.in.
Fax : 03483-267814

রাখি পূর্ণিমায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে অন্য বারের মতো এবারও ২১ আগষ্ট রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মিছিল সারা জাগায়।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রাচীন স্বর্ণ ব্যবসায়ী রামবাবুর দোকানের বর্তমান পরিচালক অরূপ চন্দ্র (গোপাল) গত ২৩ আগষ্ট কোলকাতায় এক নার্সিং হোমে পরলোকগমন করেন। ২৪ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ মহা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২।

বাসের অভাবে ..... (১ পাতার পর)

বহরমপুর বা রঘুনাথগঞ্জ থেকে বিকেলের দিকে বহুতালী যাবার কোন বাস নেই। অজগরপাড়া মোড় থেকে রাজগ্রাম যাবার ম্যাজিক গাড়ী বা বালির লরি ধরতে হচ্ছে। তার ওপর মিনতি ট্রাভেলস সকালের দিকে ধুলিয়ান থেকে বহুতালী ঢুকত। সেটাও বডি করার নামে প্রায় ছ'মাস থেকে বন্ধ। এই সব কারণে এলাকার মানুষের দুর্গতি বাড়ছেই। রুট থেকে বাস তুলে নিলে তার পরিবর্তে অন্য বাস সেখানে দেয়ার তো নিয়ম। মুর্শিদাবাদের আর.টি.ও কি বলছেন ?

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট

রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

শহীদ ক্ষুদিরামের মৃত্যুদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শহীদ ক্ষুদিরামের মৃত্যু বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে স্থানীয় এস.ইউ.সির পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরী বার করা হয় ১১ আগষ্ট। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যেয় স্থানীয় কিশোর বাহিনীর মশাল দৌড় শহর প্রদক্ষিণ করে।

কংগ্রেসীরা তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর বরজ পাঁচ রাস্তার মোড়ে ২৫ আগষ্ট তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস উদ্বোধন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার লতিব সেখ ছাড়া সেলিম সেখ, তাসিকুল ইসলাম, আকবর সেখ সহ প্রায় ৪০ জন কংগ্রেসী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতা মুক্তিপ্রসাদ ধর, ব্লক সম্পাদক তানজিলুর রহমান প্রমুখ।

মরা গরুর পোস্টমর্টেম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ–২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়া মুকুন্দপুর গ্রামের লালচাঁদ সেখের একটি গরু মাঠের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই নিয়ে সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক মনোমালিন্য দেখা যায়। গরুটির মৃত্যু স্বাভাবিক না কিছু খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে এই বাকবিতন্ডা থামাতে মরা গরুর পোষ্টমর্টেমও করা হয় বলে খবর।

বিশ শতকের .....(২য় পাতার পর)

বিনা যুদ্ধে সূচগ্র মেদিনী ছেড়ে দিতে কেউই প্রস্তুত নন। কংগ্রেস ও লীগের উদ্দেশ্য ছিল একটাই – দেশের স্বাধীনতা অর্জন। ঐ নির্বাচনে লীগ কিন্তু সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত ছিল। এমন কি নির্বাচনী ইস্তাহারেও সমঝোতা ও সহযোগিতার কথা বলা হয়। কিন্তু ইতিহাস নামক রথের সারথী হাতে বলগা নিয়ে মহা যোদ্ধাদের মিলিত সংগ্রামকে অলক্ষে আত্মঘাতী করে দিলেন। দেশের হিতসাধনে ব্যক্তি প্রাধান্যকে যদি ভুলে যেতে পারতেন সে দিনের সর্বজন প্রিয় জওহরলাল অথবা কায়েদে আজম জিন্নাহ। হায় ! যদি হাতে হাত ও বুকে বুক মিলিয়ে তাঁরা সেদিন ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারতেন ! যদি পারতেন !

বাড়ী ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভদ্র পরিবেশে একটা ছোট এবং একটা বড় ফ্ল্যাট ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগ- ৮৪৩৬৩৩০৯০৭, ০৩৪৮৩-২৬৬২২৮

আমিন তরুণ সরকার

Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159

সকল প্রকার ভূমির জরিপ এবং সাউড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।

ফোনে যোগাযোগ করুন – 9775439922

গ্রাম - ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।